The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে লজ্জাশীলতা : একটি পর্যালোচনা

[Shyness in the Light of the Quran and Sunnah: A Overview]

Dr. Muhammad Mahbubur Rahman
Professor, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI:
Received : 25 May 2025
Received in revised: 09 April 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Quran, Sunnah, Shame, necessity of Shyness, importance of Shyness, Shyness of Islam.

ABSTRACT

Shame is one of the virtues by which people gain respect and self-confidence. It makes human life holy and dynamic. Shamelessness, on the other hand, makes people ugly; Leads to injustice, lawlessness, obscenity, sex and adultery. Therefore, in the hadith, shame is mentioned as one of the most important branches of faith. If a man has shame, he cannot do whatever he wants. Shame keeps people from corruption, injustice, lying, immorality, indecency and hypocrisy. Shy people cannot commit adultery. Cannot be involved in lawlessness and injustice. Shy people cannot commit crimes, indecency and stupidity. Etiquette, decency and modesty prevent people from corruption and impudence.

১. ভূমিকা

ঈমানের পূর্ণতায় লজ্জা এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। লজ্জার পূর্ণতার মাধ্যমে ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হয়। লজ্জা মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলে। এটি নৈতিকতার একটি প্রশংসনীয় দিকও বটে। নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষার উত্তম হাতিয়ার হলো লজ্জাশীলতা। লজ্জা-শরম না থাকলে মানুষ ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে পাপ-পঙ্কিলতা, দুর্নীতি-দুঃশাসন, অন্যায়-অবিচার থেকে শুরু করে নিন্দনীয় এবং দূষনীয় সকল কাজে জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কারণ লজ্জাহীন ব্যক্তি পশুর সমতুল্য। যার লজ্জা নেই তার ঈমানও নেই। লজ্জা আদম সন্তানকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পথে চলতে সাহায্য করে এবং তাঁদের অসমর্থিত পথ ও পন্থা এবং অবাধ্যতা থেকে পরিপূর্ণরূপে বিরত থাকতে সাহায্য করে। বস্তুত লজ্জাশীলতা মানুষকে অন্যায় অপরাধমূলক কর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখার অন্যতম উপকরণ। আলোচ্য প্রবন্ধে লজ্জার পরিচয়, প্রকারভেদ, ইসলামে এর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি লজ্জাহীনতার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

২. লজ্জাশীলতার পরিচয়

২.১ আভিধানিক অর্থ

লজ্জাশীলতা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হায়া। হায়া (حَيَاء) শব্দটি হাইয়্যুন (حَيٌّ) শব্দের মাসদার, যা আল-হায়া (اَلْحُيَاء) শব্দ থেকে উদ্ভূত। আরবিতে গায়স (غَيْث) বা বৃষ্টি বলে অভিহিত করা হয়। কেননা, বৃষ্টি দ্বারাই জমিন সজিব হয়। অনুরূপভাবে উদ্ভিদ এবং পশুও পানির দ্বারা জীবন লাভ করে। দুনিয়া এবং আখিরাতের জীবনকেও হায়া বলা হয়। কারণ যার লজ্জা নেই সে দুনিয়াতে মৃতের ন্যায় এবং পরকালে হবে পাপিষ্ঠ। কোনো কোনো বালাগাতবিদ বলেন, حَيَاءُ الْوَجْهِ بِحَيَائِهِ، كَمَا أَنَّ حَيَاةَ الْغَرَسِ بِمَائِهِ 'লজ্জাশীলতার ফলে মানুষের মুখমণ্ডল সজীব ও প্রফুল্ল থাকে। যেমন, বৃক্ষ পানির দ্বারা সজীব হয়।'[১]

২.২ পারিভাষিক সংজ্ঞা

শরী'আতের পরিভাষায় দোষ-ত্রুটি এবং হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে মানুষের অন্তরে যে সংকোচন ও পরিবর্তন সৃষ্টি হয় তাকেই হায়া বা লজ্জা বলে। মণীষীগণ লজ্জাশীলতার পারিভাষিক সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলো:

১. আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-জুরজানী র. [মৃ. ৮১৬ হি.] বলেন, الحياء: إِنْقِبَاض النَّفس مِنْ شَيْء، وَتَرَكَهُ حذراً عَنِ اللَّوم فِيْه. 'হায়া হলো কোনো বস্তু থেকে অন্তরের সংকোচন এবং ভর্ৎসনার ভয়ে কোনো বস্তুকে পরিহার করা।'[২]

২. হুসায়ন ইব্ন রাগিব আল-ইস্পাহানী র. বলেন, اَلحَيَاءُ: اِنْقِبَاض النَّفْس عَنِ الْقَبَائِحْ وَتَرَكَهُ. 'খারাপ কাজ থেকে নাফ্সকে বিরত রাখা ও তা পরিত্যাগ করাই হায়া।'[৩]

৩. কারও কারও মতে, هُوَ إِنْقِبَاض النَّفْس مِنْ شَيْء حذراً مِنَ الملام. 'ভর্ৎসনার ভয়ে কোনো বস্তু থেকে অন্তর সংকোচনের নাম হায়া বা লজ্জা।'[৪]

৪. ইব্ন মাসকুইয়াহ বলেন, اَلْحَيَاءُ هُوَ إِنْحِصَار النَّفْس خَوف إتيان القبائح، والحذرُ من الدمّ وَالسَّبِّ الصادقُ 'অশ্লীলকর্ম সম্পাদনের ভর্ৎসনায় ভীতি এবং গাল-মন্দের ভয়ে সত্যবাদী ব্যক্তির অন্তরের সংকোচনের নাম হায়া।'[৫]

৫. জুন্নুন আল-মিসরী র. বলেন, اَلْحَيَاءُ وُجُودُ الْهَيْبَةِ فِي الْقَلْبِ مَعَ وَحْشَةِ مَا سَبَقَ مِنْكَ إِلَى رَبِّكَ، وَالْحُبُّ يُنْطِقُ وَالْحَيَاءُ يُسْكِتُ، وَالْخَوْفُ يُقْلِقُ. 'হায়া হচ্ছে তোমার সে সকল অপকর্ম যেগুলো আল্লাহ্র নিকৃষ্ট পৌঁছে গেছে তা বরণ করে অন্তরে ভয় ভীতি সৃষ্টি হওয়া ভালোবাসা মানুষকে স্বরব করে, লজ্জা মানুষকে বাকরুদ্ধ করে এবং ভয়-ভীতি মানুষকে সংদিগ্ধ করে।'[৬]

৬. আবুল কাসিম আল-জুনায়েদ বলেন, اَلْحَيَاءُ رؤية الآلاء أى النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء 'লজ্জাশীলতা হলো আল্লাহর অপরিসীম দয়া, অনুগ্রহ ও ইহ্সানের প্রতি লক্ষ্য করা এবং নিজের ত্রুটি ও অক্ষমতা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। এ উভয়বিদ চিন্তার ফলে মানসপটে যে ভাবের উদয় হয়, তাকেই বলা হয় লজ্জাশীলতা।'[৭]

৭. 'আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়াহ' গ্রন্থে লজ্জাশীলতার পরিচয় এভাবে প্রদান করা হয়েছে, هُوَ خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال، ويمنع من التقسير في حق ذي الحق. 'হায়া বলা হয় এমন চরিত্রকে যা নিকৃষ্ট কর্মাবলী ও খারাপ বক্তব্য পরিহার করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।'[৮]

৮. Thomas Patrick Hughes বলেন, HAYA (حَيَاء)**:** Shame, Pudency, modeaty. The word does not occur in the Quran, but in the Traditions it is said, 'Allaha hayiyun', 'God acta with modesty.' By which is understood that God hates that which is immodest or shameless. Muhammad is relathed to have said, 'Modesty (baya) bringe nothing but good'.[৯] 'লজ্জাশীলতা, নম্রতা: এ শব্দটি কুরআন মাজীদে আসেনি। কিন্তু রীতিনীতি অনুযায়ী বলা হয়েছে, 'আল্লাহু হাইয়্যুন' 'আল্লাহ্ তা'আলা নম্রতার সাথে আচরণ করেন', এর মাধ্যমে বুঝা যায় যে আল্লাহ্ তা'আলা নম্রতাহীনতা এবং লজ্জাহীনতাকে ঘৃণা করেন। মুহাম্মদ সা. বলেন, 'নম্রতা ভালো ছাড়া অন্য কিছু বয়ে আনে না।'

অন্তরের লজ্জাশীলতা অনুপাতে ব্যক্তির চরিত্র বৈশিষ্ট্য শক্তিশালী হয়। যেমন, স্বল্প লজ্জাশীলতা মানুষের অন্তর এবং রূপকে মৃতপ্রায় করে দেয়। অতএব, যখন অন্তর লজ্জায় পূর্ণ থাকবে তখন তার জীবনও পূর্ণতা লাভ করবে। ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ্ র. বলেন,

> 'ব্যক্তির মধ্যে যখন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ হবে তখন তার লজ্জাও শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ থাকবে। আর এ কারণে আল-হায়া (اَلْحَيَاء) শব্দটিকে আল-হায়াতু (اَلْحَيَاةُ) থেকে গঠন করা হয়েছে। আর এটি তার পূর্ণ ও সঠিক নাম। অতএব, এমন ব্যক্তি পূর্ণ চরিত্রবান হবে যার লজ্জা পরিপূর্ণভাবে থাকবে। ব্যক্তির লজ্জা ঘাটতি তার জীবনেরই ঘাটতি স্বরূপ। কারণ, রুহ্ বা আত্তা যখন মরে যায় তখন কোনো নিকৃষ্ট স্বভাবের পীড়া তার অন্তরে অনুভূতির সৃষ্টি করে। কু-স্বভাবের কারণে সে লজ্জাবোধ করে। অনুরূপভাবে উত্তম চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং প্রশংসনিয় গুণাবলী জীবনের শক্তি যোগায়। এর বিপরীত হচ্ছে জীবনী শক্তি ঘাটতি বা স্বল্পতা। আর বীর ও সাহসী ব্যক্তির লজ্জা ভীতু ব্যক্তির লজ্জা থেকে অনেক বেশী। দানবীর ব্যক্তির লজ্জা কৃপণ ব্যক্তির লজ্জার তুলনায় অধিক। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নির্বোধ ব্যক্তির চেয়ে অধিক। এসব কারণে আল্লাহ্র নবীগণের জীবন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ। এমনকি তাদের জীবনীশক্তির কারণে জীবন বা মাটি তাদের দেহকে মিশিয়ে দিতে পারে না। নবীগণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ছিলেন পরিপূর্ণ। এরপর তাদের অনুসারীগণের মধ্যে যারা অধিক লজ্জাশীল তাদের চরিত্র অধিক উন্নত।'[১০]

৩. লজ্জার প্রকারভেদ

লজ্জাশীলতা সাধারণত দু'ভাবে বিভক্ত। যেমন-

৩.১ জন্মগত ও স্বভাব সুলভ লজ্জা, যা অর্জিত নয়: এটা এক মহৎ চরিত্র যা আল্লাহ মানুষকে দান করে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, اَلحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ 'লজ্জাশীলতা কল্যাণই আনয়ন করে।'[১১] এটা মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে এবং চারিত্রিক হীনতা ও নীচতা থেকে বাধা দেয়। আর উত্তম চারিত্রিক

গুণাবলী অর্জনে অনুপ্রাণিত করে। অতএব এদিক থেকে এটা ঈমানের একটা বৈশিষ্ট্য। উমর রা. বলেন, **من استحيى اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقى.** 'যে লজ্জা করল সে আড়ালে গেল। যে আড়ালে গেল সে আত্মরক্ষা করল। আর যে আত্মরক্ষা করল সে বেঁচে গেল, পরিত্রাণ পেল।' আল-জাররাহ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-হাকিমী বলেন, **تركت الذنوب حياء أربعين سنة ثم أدركنى الورع.** 'লজ্জায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত পাপকর্ম, গোনাহ পরিহার করেছি। অতঃপর আমি আল্লাহভীতি অর্জন করেছি।' কেউ কেউ বলেন,

رأيت المعاصى نذالت فتركتها مروءت، فاسحالت ديانة.

'আমি পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছি। অতঃপর তা লোক দেখানোর জন্য পরিহার করেছি। এতে ধার্মিকতা অর্জন অসাধ্য হয়ে গেছে।'[১২]

৩.২ অর্জিত লজ্জা: আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর মহত্ত্ব, বান্দার নিকটবর্তী হওয়া, বান্দাদেরকে ও তাদের কাজ-কর্ম দেখা, দৃষ্টির অবাধ্যতা ও অন্তরের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে তাঁর অবগতি প্রভৃতি জানার মাধ্যমে যে লজ্জা অর্জিত হয়। এটা হচ্ছে ঈমানের উচ্চ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি; বরং এটা হচ্ছে সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠতর গুণ বা বদান্যতা। এজন্য রাসূলুল্লাহ সা. জনৈক লোককে উদ্দেশ্য করে বলেন, **اِسْتَحِى مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحِى رَجُلاً مِنْ صَالِحِ عَشِيْرَتِكَ.** 'আল্লাহকে অনুরূপ লজ্জা কর যেমন কোনো লোক যথাযোগ্য স্বজন থেকে লজ্জা করে।'[১৩]

ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ্ র. বলেন, **قُسِّمَ الْحَيَاءُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ.** 'লজ্জা দশভাগে বিভক্ত।' যথা, ১. অপরাধ জনিত লজ্জা, ২. ত্রুটি-বিচ্যুতি জনিত লজ্জা, ৩. মহত্ত বোধের কারণে লজ্জা, ৪. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লজ্জাবোধ, ৫. প্রভাব জনিত লজ্জা, ৬. নিজেকে ছোট মনে করে লজ্জা, ৭. ভালোবাসা জনিত লজ্জা, ৮. ইবাদত জনিত লজ্জা, ৯. মা'রিফাত ও সম্মান জনিত লজ্জা ও ১০. নিজ আত্মাকে ত্রুটিযুক্ত মনে করে লজ্জাবোধ করা।'

উক্ত প্রকারগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

১. **অপরাধ জনিত লজ্জা:** এ ধরণের লজ্জাবোধে আদম আ.-এর লজ্জাবোধ অন্যতম। তিনি যখন জান্নাতে ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে ভাগতে শুরু করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿أَفِرَاراً مِنِّيْ يَا آدَمُ﴾ 'হে আদম তুমি কি আমার থেকে ভেগে যেতে যাও?' তখন তিনি বললেন, ﴿لاَ يَا رَبِّ! بَلْ حَيَاءً مِنْكَ﴾ 'হে আমার রব, আমি তোমার থেকে ভেগে যাচ্ছি না; বরং আমাকে এ পলায়ন তোমার লজ্জাবোধ থেকে।'

২. **ত্রুটি-বিচ্যুতি জনিত লজ্জা:** ফেরেশতাগণের লজ্জাবোধ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁরা দিবা-রাত্রি আল্লাহ্‌র তাসবিহ্-তাহলীল নিয়োজিত থাকেন এবং এ কাজে কোনো ত্রুটি করে না। আর যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে তখন তারা বলবে, **سُبْحَانَكَ مَاعَبَدْنَكَ حَقَّ عِبَدَكَ** 'আমরা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমরা তোমার হক আদায় করে ইবাদত করতে পারিনি।'

৩. **মহত্ত বোধের কারণে লজ্জা/গর্ভবোধের কারণে লজ্জা:** আল্লাহ্‌র মা'রিফার স্তর লাভের স্তর অনুসারে এ লজ্জাবিন্যাস করা যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মা'রিফাত লাভের যে যে স্তরে উন্নিত হয় তার স্তর অনুসারে তার লজ্জাবোধ ব্যক্তির অন্তরে সৃষ্টি হয়।

৪. **সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লজ্জাবোধ:** জয়নাব রা.-এর ওলীমায় নবী করীম সা. কিছু সংখ্যক সাহাবীকে দা'ওয়াত করেছিলেন, খাওয়া-দাওয়ার পর তারা দীর্ঘক্ষণ রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর নিকট অবস্থান করতে থাকেন তখন তিনি লজ্জায় উঠে পড়েন কিন্তু তাদেরকে একথা বলতে লজ্জাবোধ করেন যে, আপনারা চলে যান।

৫. **প্রভাব জনিত লজ্জা:** এর উত্তম উদাহরণ হচ্ছে, আলী ইব্ন আবী তালীব রা.-এর লজ্জাবোধ। নবী করীম সা.-এর জামাতা হওয়ার কারণে তিনি তাঁকে 'ময়ী' সম্পর্কে সরাসরিভাবে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করেন।

৬. **নিজেকে ছোট মনে করে লজ্জা:** বান্দার মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তার নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে আবেদন জানাতে লজ্জাবোধ করে তাকে। কেননা, সে নিজের আত্মাকে অতি ছোট বা হাকীর মনে করে। এ ধরণের লজ্জা দু'ভাগে বিভক্ত হতে পারে।

ক. জাস্‌নাকারী নিজের আত্মাকে ছোট এবং নিজের পাপ-পংকিলতাকে অধিক জেনে লজ্জা করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট নিজস্ব প্রয়োজন পূরণের জন্য দরখাস্ত করবে।

খ. যার নিকট আবেদন জানানো হয় তাকে মহান ভেবে আবেদন করা থেকে কখনও বান্দা বিরত থাকে। যেমন, আল্লাহ্ মহান ও অতি বড়। তার নিকট কোনো জিনিস চাওয়া শুভনিয় হবে না বলে চাওয়া থেকে বিতর রাখে।

৭. **ভালোবাসা জনিত লজ্জাঃ** কখনও কখনও প্রেমিক যাকে ভালোবাসে তার থেকে লজ্জাবোধ করে। তার অনুপুস্থিতিতে তার কথা তার অন্তরে উদিত হয় তখন তার অন্তরে লজ্জার ঢল বয়ে যায়। এমনকি তার মুখমণ্ডলে তা প্রকাশ পায়। কিন্তু সে তার কারণ উপলব্ধি করতে পারে না। কখনও কখনও তার ভালোবাসা ব্যক্তির সাক্ষাতে এ ধরণের লজ্জা অন্তরে সৃষ্টি হয়। যেমন, আরবরা বলে থাকে, جَمَالٌ رَائِعٌ 'ভীতি সন্ত্রস্থ সৃষ্টিকারী অতীব সুন্দর্যের অধিকারী ব্যক্তি।' অধিকাংশ মানুষ এ ধরণের ভীতির কারণ উপলব্ধি করতে পারে না। যাকে ভালোবাসে সে হঠাৎ তার সম্মুখে উপস্থিত হলে এবং হঠাৎ তাকে দেখতে পেলে তার প্রভাব জনিত একটি ভীতি অন্তরে সৃষ্টি হয়।

৮. **ইবাদত জনিত লজ্জাঃ** এ ধরণের লজ্জা ভালোবাসা এবং ভীতির সংমিশ্রণে সংমিশ্রিত। বান্দা তার মাধুর্যের যথোপযুক্ত ইবাদতের জন্য নিজেকে যোগ্য মনে করে। মাধুর্য অনেক মর্যাদা ও মহত্তের অধিকারী। অতএব, তার ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজের অন্তরে লজ্জা সৃষ্টি করে।

৯. **সম্মান জনিত লজ্জাঃ** যখন কোনো মহান মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি তার নিজের শান বা মর্যাদার অনুকূলে নয় এমন কোনো দান, বক্শিস বা ইহ্সান করে যাকে তখন সে নিজের অন্তরেই এ দান সম্পর্কে লজ্জাবোধ করে।

১০. **নিজ আত্মাকে ত্রুটিযুক্ত মনে করে লজ্জাবোধ করঃ** সারাফাত ও মহান মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের আত্মাকে ত্রুটিযুক্ত মনে করে অন্তরে লজ্জাবোধ করে থাকে। যেন তার দু'টি অন্তর রয়েছে এবং একটি অপরটি থেকে লজ্জা করে। এ ধরণের লজ্জাই পূর্ণতার স্তরে সমাসীন। কেননা বান্দা যখন নিজের আত্মাকে লজ্জা করে অন্য থেকেও সে লজ্জাবোধ করে তাকে।[১৪]

৪. লজ্জাশীলতার প্রয়োজনীয়তা

লজ্জাশীলতা আখলাকে হাসানার অন্যতম শাখা। সৎ চরিত গঠনে লজ্জাশীলতা ও শালীনতাবোধ অত্যন্ত জরুরী গুণ। লজ্জা ও সম্ভ্রম মানুষের এমন একটি স্বভাবজাত গুণ যার দ্বারা বহুবিধ নৈতিক গুণাবলীর বিস্তৃতি ঘটে। স্বচ্ছতা ও নির্মলতার বিকাশ সাধিত হয় এবং সকল প্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। লজ্জাহীন ব্যক্তি পশুর সমতুল্য। মূলত যার লজ্জা-শরম নেই তার ঈমানও নেই। শালীনতাবোধ মানুষকে সকল প্রকার অশ্লীলতা ও মন্দকাজ থেকে বাঁচানোর উত্তম হাতিয়ার। কারণ যার লজ্জাবোধ নেই সে যে-কোন অসৎ কাজ করতে পারে। আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ। 'লজ্জা ঈমানের শাখা বিশেষ।'[১৫]

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার রা. থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ সা. এক আনসারীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সে তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন, دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ 'তাকে ছেড়ে দাও, কেননা লজ্জা হচ্ছে ঈমানের অংশ।'[১৬]

কেউ কেউ এ হাদীসের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, লজ্জাকে কিভাবে ঈমানের শাখা বলা হয়েছে? অথচ লজ্জা অন্তর্মূলে প্রোথিত রয়েছে। অথচ তা একটি উপার্জিত (اُكْتِسَابِيٌّ) বস্তু।

এর জবাবে বলা যায়, লজ্জাশীল ব্যক্তি লজ্জার কারণে পাপ কর্মকে বর্জন করে। সুতরাং এতে লজ্জা ঈমানের মত হয়ে যায় যা মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং মু'মিন ব্যক্তি ও পাপের মাঝে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়।

ইবনুল আছীর র. হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. হাদীসে লজ্জাকে ঈমানের একটি অংশ বলে অভিহিত করেছেন। কেননা, ঈমানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়।

এক. আল্লাহ্র নির্দেশের অনুগত হওয়া, দুই. আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকা। অতএব, লজ্জা দ্বারা যখন নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকা যায় তখন সেটি ঈমানের অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়।[১৭]

ইমমা নববী র. কাযী আয়ায র. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. লজ্জাকে ঈমানের অংশ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যদিও তা অন্তর্মূলে প্রথিত বস্তু। কেননা, কখনও কখনও লজ্জা চরিত্রের অংশ এবং অর্জিত বস্তু হয় অন্যান্য সকল নেক 'আমলের ন্যায়। আর কখনও তা অন্তর্মূলে গ্রথিত থাকে। কিন্তু লজ্জাকে শরী'আতের নিয়মানুসারে ব্যবহারের জন্য উপার্জন, নিয়ত এবং ইলমের প্রয়োজন হয়। অতএব লজ্জা ঈমানের অংশ। কারণ, তা উত্তম কর্মাবলী এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে।[১৮] আল্লাহ তা'আলা নিজেও লজ্জার গুণে গুণান্বিত। রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا

'তোমাদের প্রতিপালক লজ্জাশীল, পরম দয়ালু। বান্দা যখন তার দরবারে মুনাজাতে উভয় হাত উত্তোলন করে তখন তিনি তা খালি ফিরেয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।'[১৯]

আবূ মাস'উদ 'উকবাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সা. বলেন,

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ

'মানুষ পূর্ববর্তী নবীগণের বাণী থেকে যে বাণীটি পেয়ে এসেছে তা হলো, যখন তোমার লজ্জাই না থাকল তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।'[২০]

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنْ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا

'নবী করীম সা. পর্দানশীল কুমারীর চেয়েও অধিক লাজুক ছিলেন।'[২১]

লজ্জা মানুষকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে। লজ্জাহীন মানুষ নির্বিঘ্নে ভালো-মন্দ সকল কাজ করতে পারে। কোন কিছুই তাকে মন্দকাজ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ্ সা. লজ্জাশীলতাকে ঈমানের অংশ হিসাবে উল্লেখ করেন। আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন,

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ

'ষাট বা সত্তরের অধিক ঈমানের শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বনিম্নটি হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ বিশেষ।'[২২]

লজ্জাশীল মুখমণ্ডল পাত্রের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখা উজ্জ্বল মুক্তার ন্যায়। লজ্জাবেষ্টিত ব্যক্তির চরিত্র মাধুর্যের চেয়ে অধিক সৌন্দর্য মণ্ডিত আর কোন চরিত্র পাওয়া যায় না। আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন,

مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ

'অশ্লীলতা বস্তুকে ত্রুটিযুক্ত করে এবং লজ্জা বস্তুকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে।'[২৩]

আল্লামা তীবী র. হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন, এ হাদীসে লজ্জার প্রতি জোর তাকীদ রয়েছে। অর্থাৎ যদি ধরে নেয়া হয় যে, একটি জড় বস্তুতে অশ্লীলতা অথবা লজ্জাশীলতা বিদ্যমান রয়েছে তবে তা সে বস্তুটিকে ত্রুটিযুক্ত অথবা সৌন্দর্য মণ্ডিত করে তুলবে। নবী করীম সা. তাঁর এ বাণী দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, কু-চরিত্র প্রত্যেক কুকর্মের চাবিকাঠি। এর সবটিই খারাপ। আর উত্তম ও সুন্দর চরিত্র সকল কল্যাণের চাবিকাঠি। তার সবটাই কল্যাণ আর কল্যাণ। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ 'লজ্জাশীলতা কল্যাণই আনয়ন করে।'[২৪]

লজ্জার সাথে সাথে লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা একটি অতি জরুরী বিষয়। আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুর'আনুল কারীমে এবং রাসূলুল্লাহ্ সা. হাদীসুন্-নববীতে লজ্জাস্থানের হিফাযত করার জন্য বিশেষ নির্দেশ প্রদান করেছেন। লজ্জাস্থানের উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখাই শুধু লজ্জাস্থানের হিফাযত নয়। বরং অবৈধভাবে লজ্জাস্থানের বা যৌনাঙ্গের ব্যবহার না করাই লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করার মর্ম। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মু'মিনূনে সকল মু'মিনের যেসব চারিত্রিক গুণের উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে যৌন অঙ্গের হিফাযতের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ 'এবং যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে।'[২৫] অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾

'হে রাসূল! মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম।'[২৬]

পোশাক-পরিচ্ছেদ ও চলাফেরায় শালীনতার অভাব অনেক সময় সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়। ইভটিজিং, ব্যভিচার, অপহরণ ইত্যাদির জন্ম দেয়। এজন্য ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে পর্দা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। পর্দার দ্বারা মূলত মানুষের সহজাত সৎ গুণ লজ্জা ও লজ্জাস্থানের হিফাযতের করাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾

'আর মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথায় কাপড় (ওড়না ও চাদর) দ্বারা আবৃত করে।'[২৭]

প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে কোন অবস্থাতেই অশ্লীল আচরণ, ক্রিয়াকাণ্ড যা লজ্জাস্থানের পবিত্রতা নষ্ট করে তার কাছেও যাওয়া যাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ 'আর প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, বেহায়া-অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না।'[২৮]

উক্ত আয়াতে অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে সব কাজ ও উৎস অশ্লীলতা, পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় তাও পরিত্যাগ করতে হবে। এর মধ্যে নারী-পুরুষের অবাধ অবৈধ মেলামেশা, অভিসার, অশ্লীল গান-বাদ্য, বিনোদন, ম্যাগাজিন, ছায়াছবি ইত্যাদিও শামিল।

৫. লজ্জার ফযীলত

লজ্জার বহুসংখ্যক ফযীলত রয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি বর্ণনা করা হলো,

৫.১ লজ্জা সকল কল্যাণের চাবিকাঠি

লজ্জা কল্যাণকর হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তা কল্যাণের জন্য দলীল স্বরূপ। কারণ লজ্জার সূচনা হচ্ছে, ব্যক্তির মধ্যে এমন একটি সংকোচন ও আত্মভীতি যা তার প্রতি পাপ ও খারাপ কর্ম সম্পৃক্ত হওয়ার ভয়ে সৃষ্টি হয় এবং এর পরিণতি হচ্ছে ঐ খারাপ কর্মটিকে পরিহার করা। আর এ দু'টি অবস্থাই কল্যাণকর। আবূ নুজায়ফ 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন আল-খুযা'ঈ র. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন, الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ 'লজ্জা শুধু কল্যাণকেই ডেকে থাকে।'[২৯] এ হাদীস শ্রবণ করে বুশায়র ইব্ন কা'ব বললেন, হিকমত ও প্রজ্ঞামূলক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا، وَمِنْهُ سَكِينَةً 'লজ্জার মধ্যে রয়েছে, মর্যাদা এবং প্রশান্তি।' তার এ বক্তব্য শুনে 'ইমরান রা. বললেন, أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ؟ 'আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর হাদীস বর্ণনা করছি। আর তুমি আমাকে তোমার বই থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছ?' হুমায়দ ইব্ন হেলাল র. বুশরায় ইব্ন কা'ব থেকে এবং তিনি 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন, الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ 'সকল প্রকার লজ্জাই কল্যাণকর।' বুশায়র র. বলেন, তখন আমি বললাম, أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُحَدِّثُنِي بِالْمَعَارِيضِ؟ لاَ أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ مَا عَرَفْتُكَ 'কোনো কোনো লজ্জা দূর্বলতা স্বরূপ এবং কোনো কোনোটি অপারগতা বা অক্ষমতা স্বরূপ।' 'ইমরান রা. বলেন, 'আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর বাণী বর্ণনা করছি। আর তুমি এর মুকাবেলায় কথা বলছ, আমি তোমার এ স্বরূপ জানার পর তোমাকে আর হাদীস বলব না।' এতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বলতে লাগলেন, 'হে আবূ নুজায়দ! إِنَّهُ طَيِّبُ الْهَوَى، وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ 'বুশায়র পবিত্র অন্তকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি কুধারণাবশত এ কথা বলেননি, তিনি মুনাফিক বা যিন্দীক নন।' তারা বারবার এভাবে বলার পর 'ইমরান রা. শান্ত হলেন এবং হাদীস বর্ণনা করেন।[৩০]

ইব্নুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ্ র. বলেন,

'লজ্জা উত্তম, মহান এবং ফযীলতাপূর্ণ চরিত্র, এর উপকারিতা অনেক। বরং এটি মানবতার বৈশিষ্ট্য স্বরূপ। যার মধ্যে লজ্জা নেই তার মানবতার বৈশিষ্ট্য স্বরূপ। যার মধ্যে লজ্জা নেই তার মধ্যে মানবতা নেই, তবে আছে শুধু রক্ত, মাংস এবং এ দু'টির এক প্রকাশ্য অবয়ব মাত্র। যেমন, তার মধ্যে নেই কোনোরূপ কল্যাণ। যদি মানুষের লজ্জারূপ চরিত্র না থাকত তবে সে অতিথির আপ্যায়ন করত না, কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করত না, কোনো গচ্ছিত রাখা বস্তু বা আমানত ফেরৎ দিত না, কোনো ব্যক্তির হাজত বা প্রয়োজন পূরণ কত না, কোনো ব্যক্তি ভালো চিন্তা করে সেটিকে অগ্রাধিকার দিত না, কোনো খাবার বস্তু থেকে বিরত থাকত না, নিজের গোপনাঙ্গসমূকে ঢেকে রাখত না, কোনো অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকত না। আর এমন অনেক মানুষ রয়েছে যাদের মধ্যে লজ্জার না থাকলে তারা তাদের অবশ্য কর্তব্যসমূহকে আদায় করত না, কোনো মাখলূকের অধিকার রক্ষা করত না, নিজের নিকট আত্মীয়ের প্রতি দয়াদ্রহৃদয় হত না, আপন পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করত না। কেননা, এসব কর্মবলীর কিছুকিছু ধর্মীয় এবং সেগুলোর সম্পাদন করলে পরিণামে প্রশংসার আশা করা যায়। আর কিছু কিছু পার্থিব এবং উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক এবং লজ্জাই সেগুলোর সমাপনে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এতে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, যদি সৃষ্টিকর্তার প্রতি অথবা সৃষ্টজগতের প্রতি যদি লজ্জাবোধ না থাকত তবে ব্যক্তি সেগুলোর সম্পাদন করত না।'[৩১]

৫.২ লজ্জা একটি স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য

লজ্জা মানুষের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং তার অন্তরে তা প্রোথিত রয়েছে। শরী'আত অনুসারে লজ্জাকে পরিচালিত করার জন্য অর্জন, জ্ঞান এবং নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। আর এগুলোই তাকে প্রত্যেক কুমনোবৃত্তি থেকে বিরত রাখে এবং সে তখন চতুষ্পদ জন্তুর মত আচরণ থেকে বিরত থাকে।

৫.৩ লজ্জা ঈমানের স্বরূপ

ইব্‌ন উমার রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সা. বর্ণনা করেন,الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ 'লজ্জা এবং ঈমানকে একত্রে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ দু'টির একটি উন্নত করা হলে অপরটিকেও উন্নত করা হয়।'[৩২]

আল্লামা তীবী র. হাদীসটির বিশ্লেষণে বলেন, 'এ হাদীস থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মনস্তত্বগত দিক থেকে ঈমান এবং লজ্জাকে পরস্পর থেকে পৃথক করা হয়েছে। যেমন, লজ্জাকে ঈমানের একটি শাখা হিসাবে ঈমান থেকে পৃথক করা হয়েছে।'

ইব্‌ন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ فِي طَلْقٍ، فَإِذَا انْتُزِعَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْعَبْدِ اتَّبَعَهُ الْآخَرُ 'লজ্জা এবং ঈমান একই রশিতে বাধা। এ দুটির একটি বান্দা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে অপরটি তার অনুসরণ করে।'[৩৩]

সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, اَلْحَيَاءُ نِظَامُ الْإِيْمَانِ فَإِذَا اَنْحَلَّ النِّظَامُ ذَهَبَ مَا فِيْهِ.

'লজ্জা ঈমানের রজ্জু স্বরূপ, এ রজ্জু থেকে লজ্জা খুলে গেলে সব কিছুই খুলে গেল।'[৩৪]

আবূ হাতিম র. বলেন, 'ব্যক্তি যখন লজ্জাকে নিজের অত্যাবশ্যকীয় চরিত্রগুণ হিসাবে গ্রহণ করে তখন কল্যাণের কারণ সমূহ তার মধ্যে বিরাজমান থাকবে। আর যখন কুবাক্য উচ্চারণকারী সর্বদা খারাপ বাক্যালাপ করতে থাকে তখন তার মধ্যে কল্যাণের অস্তিত্ব অতিবিরল হয়ে যায় এবং তার আচরণে খারাপের অস্তিত্ব ধারাবাহিকভাবে দেখা যায়। কেননা লজ্জা ব্যক্তি এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের মাঝে আড়াল বা পর্দা হিসাবে বিরাজমান থাকে।

৫.৪ লজ্জা এমন একটি চরিত্র বৈশিষ্ট্য যেটিকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন এবং লজ্জাশীলদেরও তিনি পছন্দ করেন

ই'য়ালা ইব্‌ন উমাইয়্যা রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْحَيَاء وَالسَّتر 'আল্লাহ্ তা'আলা লজ্জাকে এবং দোষ-ত্রুটি গোপন রাখাকে ভালোবাসেন।' আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবী বাকরাহ্ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে বনূ আছার-এর নেতা আশাজ্জু বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. 'নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে দু'টি চরিত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, ঐ দু'টিকে আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লা ভালোবাসেন।' তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে বললাম, وَمَاهُمَا؟ 'সে দু'টি কি?' তিনি বললেন, اَلْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ 'ধৈর্য-স্থীরতা এবং লজ্জা।' তিনি বলেন, 'আমি বললাম, قَدِيْمًا كَانَتَا فِيَّ أَمْ حُدِيْثًا 'সে দু'টি কি আমার মধ্যে পুরাতন না নতুন?' তিনি বললেন, قَدِيْمًا 'পুরাতন।' আসাজ্জু বললেন, اَلْأَحْمَدُ لِلّهِ الذِيْ جِبَلَنِيْ عَلَى خَلَّتَيْنِ يُحِبَّهُمَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. 'প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাকে এমন দু'টি চরিত্রের ওপর সৃষ্টি করেছেন যে দু'টিকে মহাসম্মানী ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ ভালোবাসেন।'[৩৫]

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ، وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ، وَيُبْغِضُ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ وَيُحِبُّ الْحَيِيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ.

'আল্লাহ্ আয্‌যা ওয়া জাল্লা যখন তাঁর কোনো বান্দাকে কোনো নি'আমত দান করেন তখন তিনি তার মধ্যে সে নি'আমতের নমুনা দেখতে পছন্দ করেন। তিনি নোংরা-কুৎসিত ও নোরামিকে অপছন্দ করেন। তিনি নাছোড় ভিক্ষুককে কুদৃষ্টিতে দেখেন এবং লজ্জাশীল পবিত্র এবং পাকদামান ব্যক্তিকে ভালোবাসেন।'[৩৬]

অতএব, চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছেদ, কথাবার্তা, আচার-আচরণে লজ্জাশীল হওয়া প্রয়োজন। সর্বাবস্থায় রুচিসম্মত, ভদ্র, সুন্দর ও মার্জিত গুণাবলীর অনুসরণ করার দ্বারা শালীনতা চর্চা করা যায়। লজ্জাশীলতার ফলে মানুষের মান-সম্মান সুরক্ষিত থাকে, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬. লজ্জাশীলতার গুরুত্ব

লাজুকতা মানব চরিত্রের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। গর্হিত ও অশোভন কর্ম পরিহারে এবং উত্তম ও শোভনীয় কার্যাবলী সম্পাদনে লজ্জাশীলতা সহায়তা করে। বিশেষ করে মানুষকে উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়ার জন্য লজ্জাশীলতা নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। তাই মানব জীবনে লাজুকতার গুরুত্ব অত্যধিক। নিম্নে লজ্জাশীলতার গুরুত্বের বিভিন্ন দিক উল্লিখিত হলো:

৬.১ লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ

ঈমান আনয়নের পরে একজন মানুষের উপরে আবশ্যক হলো শরী'আতের বিধি-বিধান পালন করা। শরী'আতের হুকুম-আহকাম পালনে এবং ইসলাম গর্হিত কাজ বর্জনে লজ্জাশীলতা বিশেষ সহায়ক। এজন্য লাজুকতাকে রাসূলুল্লাহ সা. ঈমানের অঙ্গ বলে ঘোষণা করেছেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ.

'একদা রাসূলুল্লাহ সা. এক আনছার ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সে তার ভাইকে লজ্জা করার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা হলো ঈমানের অঙ্গ।'[৩৭]

লাজুকতা ঈমানের অঙ্গ হলেও এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এটা ঈমানের জন্য অতীব যরূরী। এই অঙ্গটি যদি না থাকে তাহলে অন্য অঙ্গও তিরোহিত হয়ে যায়। আবূ উমামা রা. রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

اَلْحَيَاءُ وَ الْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ.

'লজ্জা ও অল্প কথা বলা ঈমানের দুটি শাখা। আর অশ্লীলতা ও বাকপটুতা (বাচালতা) মুনাফিকীর দুটি শাখা।'[৩৮]

৬.২ লাজুকতা দ্বীনের বিশেষ প্রকৃতি

লজ্জাশীলতা ইসলামের এক বিশেষ অনুষঙ্গ। যাকে দ্বীনের বিশেষ স্বভাব বা প্রকৃতি বলা হয়েছে। এটা কারো মাঝে থাকলে সে দ্বীনী কাজে নিরন্তর উৎসাহ-উদ্দীপনা অনুভব করে, তেমনি এর অভাব কারো মাঝে থাকলে সে দ্বীন বহির্ভূত কাজ তথা অশ্লীল অপকর্ম করতে কুণ্ঠিত হয় না। যায়দ ইবনু তালহা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ اَلْحَيَاءُ.

'প্রত্যেক দ্বীনের একটি বিশেষ স্বভাব আছে। আর দ্বীন ইসলামের বিশেষ স্বভাব হলো লজ্জাশীলতা।'[৩৯]

৬.৩ লজ্জাশীলতা কল্যাণ আনয়ন করে

সৎ চরিত্রের অন্যতম গুণ লাজুকতা পুণ্য ও কল্যাণ আনয়ন করে। ইমরান ইবনু হুছাইন রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, كُلُّهُ. اَلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ وَفِى رِوَايَةٍ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ 'লজ্জাশীলতা পুণ্য ও কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই আনয়ন করে না।' অন্য বর্ণনায় আছে, 'লজ্জার সর্বাংশই উত্তম।'[৪০]

লজ্জার কারণে মানুষ অনেক গর্হিত ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে। ফলে সে সমাজে নন্দিত হয়, প্রশংসিত হয়। সবার নিকটে সে প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নির্লজ্জ মানুষ পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দের পার্থক্য করে না। বিধায় সে সমাজে হয় নিন্দিত, ঘৃণিত, ধিক্কৃত। মানুষের নিকটে সে অপ্রিয় হয়। এজন্য নিম্নোক্ত হাদীসে লজ্জাশীলতা ও লজ্জাহীনতার পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে এভাবে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْكَانَ الْحَيَاءُ رَجُلاً كَانَ رَجُلاً صَالِحًا وَلَوْكَانَ الْفُحْشُ رَجُلاً لَكَانَ رُجُلٌ سُوْءٌ.

'রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'হে আয়িশা! লজ্জা যদি কোনো লোক হয় তাহলে সে হবে সৎ ব্যক্তি। আর অশ্লীলতা (লজ্জাহীনতা) কোনো লোক হলে নিশ্চয়ই সে হবে নিকৃষ্ট লোক।'[৪১]

সালমান ফারসী রা. বলেন,

إنَّ الله إذا أرادَ بعبدٍ هلاكًا، نَزَعَ منه الحياءَ، فإذا نزع منه الحياء، لم تلقه إلاَّ مقيتًا مُمَقَّتًا، فإذا كان مقيتًا ممقتًا، نزع منه الأمانةَ، فلم تلقه إلا خائنًا مخوَّنًا، فإذا كان خائنًا مخونًا، نزع منه الرحمة، فلم تلقه إلافظًا غليظًا، فإذا كان فظًا غليظًا، نزع رِبْقَ الإيمان من عنقه، فإذا نزع رِبْقَ الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانًا لعينًا ملعنًا.

'আল্লাহ কোনো বান্দার ধ্বংস চাইলে তার থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেন। তার থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেয়া হলে সে হয় বিদ্বেষপরায়ণ। বিদ্বেষ পরায়ণ হলে তার থেকে আমানতদারিতা তুলে নেয়া হয়। আমানতদারিতা তুলে নেয়া হলে সে খিয়ানতকারী হয়। খিয়ানতকারী হলে তার থেকে রহমত তুলে নেয়া হয়, ফলে সে কঠোরতা ও নির্দয়তা লাভ করে। নিষ্ঠুর-নির্দয় হলে তার থেকে ঈমানের রশি খুলে নেয়া হয়। আর ঈমানের রশি যখন তার গ্রীবাদেশ থেকে খুলে নেয়া হয়, তখন সে অভিশপ্ত শয়তান হিসাবে বিদ্যমান থাকে।'[৪২]

৬.৪ লাজুকতা আত্মনিয়ন্ত্রণে সহায়ক

লাজুকতা মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণে সহায়ক। লজ্জা থাকলে মানুষ যথেচ্ছ কাজ করতে পারে না। পক্ষান্তরে লজ্জাহীনতা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণহীন করে ফেলে। যে কারণে মানুষ ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ বা যাচাই-বাছাই না করে যেকোনো কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়। হাদীসেও এ কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْأُوْلَى إِذَالَمْ تَسْتَحِىْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. 'পূর্ববর্তী নবীগণের বাণী হতে পরবর্তী লোকেরা (অবিকৃতাবস্থায়) যা পেয়েছে (এবং যা অদ্যাবধি বিদ্যমান) তা হলো তুমি যখন বেহায়া হয়ে যাবে তখন তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।'[৪৩]

এ হাদীসের অর্থের ব্যাপারে দুটি উক্তি রয়েছে। প্রথমত, এ হাদীসে যথেচ্ছা কাজ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়নি; বরং এর অর্থ হলো তিরস্কার ও নিষেধাজ্ঞা। একে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা-১. এ হাদীসে নির্দেশের অর্থ হচ্ছে

ধমক ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন। সুতরাং হাদীসের অর্থ হবে যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন তোমার যা ইচ্ছা কর। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ এর প্রতিদান তোমাকে দিবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اعْمَلُوا﴾ 'তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত আমল কর। আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম দেখেন।'[৪৪] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ﴾ 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যার ইচ্ছা ইবাদত কর।'[৪৫] এখানে নির্দেশ অর্থ সংবাদ প্রদান। সুতরাং হাদীসের অর্থ হবে যার লজ্জা থাকে না, সে যা ইচ্ছা করে। কেননা মন্দ কর্মের প্রতিবন্ধক হচ্ছে লজ্জা। অতএব যার লজ্জা থাকে না সে অশ্লীল, গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর লজ্জা না থাকলে কিসে তাকে ঐসব কাজে বাধা দিবে? দ্বিতীয়ত, বাহ্যিক শব্দ দ্বারা যথেচ্ছা কাজ করার নির্দেশ। সুতরাং হাদীসের অর্থ হবে যখন তুমি কোন কাজ করার ইচ্ছা কর, তা করতে যদি লজ্জিত হতে না হয়, সেটা আল্লাহর থেকে হোক বা মানুষ থেকে। সেটা আল্লাহর আনুগত্যশীল কাজ হওয়ায় বা সুন্দর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তম শিষ্টাচার হওয়ায় ইচ্ছা করলে তুমি তা সম্পন্ন কর।[৪৬]

৬.৫ লাজুকতাই দ্বীন

লজ্জাশীলতা এমন একটি মানবীয় উত্তম গুণ, যা মানুষকে দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল থাকতে উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে লজ্জাহীনতা সৎ আমলের পরিবর্তে অসৎ কাজ করতে, দ্বীনের কাজের স্থলে অন্যান্য গর্হিত কাজ করতে বাধা দেয় না। এজন্য বিভিন্ন হাদীসে লাজুকতাকে ঈমানের অঙ্গ, দ্বীনের বিশেষ স্বভাব-প্রকৃতি এবং কোন কোন হাদীসে একে দ্বীন বা দ্বীনের পূর্ণতা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। কুররাহ ইবনু ইয়াস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ عَنْهُ الْحَيَاءَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلْحَيَاءُ مِنَ الدِّيْنِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَلْ هُوَ الدِّيْنُ كُلُّهُ.

'আমরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে ছিলাম। তাঁর নিকটে লজ্জাশীলতার কথা উল্লেখ করা হলো। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.? লজ্জাশীলতা হচ্ছে দ্বীনের অংশ। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'বরং সেটা (লাজুকতা) হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন।'[৪৭]

লাজুকতার ক্ষেত্রে আল্লাহকেই অধিক এবং যথাযথ লজ্জা করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُرِ المَوْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ.

'তোমরা আল্লাহকে যথাযথ লজ্জা কর। রাবী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমরা অবশ্যই আল্লাহর লজ্জা করি, আলহামদুলিল্লাহ। তিনি বলেন, এটা নয়; বরং আল্লাহকে যথাযথ লজ্জা করতে হবে। অর্থাৎ তুমি তোমার মাথাকে ও উহা যা স্মরণ রাখে তাকে হেফাযত করবে। পেট ও উহার অভ্যন্তরীণ বিষয়কে হেফাযত করবে। মৃত্যু ও পরীক্ষাকে স্মরণ করবে। আর যে আখিরাতের আশায় দুনিয়ার সৌন্দর্য ত্যাগ করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ লজ্জা করে।'[৪৮]

৬.৬ লজ্জাশীলতাকে আল্লাহ ভালোবাসেন

লাজুকতা এমন একটি অনন্য গুণ, যাকে মহান আল্লাহ ভালোবাসেন। আল-আশাজ্জ আল-আছরী বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

إِنَّ فِيكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ قُلْتُ: وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْحِلْمُ، وَالْحَيَاءُ

'নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এমন দুটি চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আল্লাহ ভালোবাসেন বা পসন্দ করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্ রাসূল সে দুটি কি? তিনি বললেন, বুদ্ধিমত্তা ও লজ্জাশীলতা।'[৪৯]

৬.৭ লজ্জাশীলতা জান্নাতের পথে পরিচালিত করে

লাজুকতা মানুষকে পাপকর্ম করা থেকে বাধা দেয় এবং সে পুণ্যকর্ম করতে উদ্যোগী হয়। আর লজ্জাশীলতার কারণে সে জান্নাতের দিকে ধাবিত হয়।

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন,

الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالإِيمَانُ فِي الجَنَّةِ، وَالبَذَاءُ مِنَ الجَفَاءِ، وَالجَفَاءُ فِي النَّارِ.

'লজ্জা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, আর ঈমান জান্নাতে নিয়ে যাবে। অশ্লীল কথা-বার্তা, গোঁড়ামী ও অপকর্ম স্বরূপ, আর অপকর্ম জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিবে।'[৫০] এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সা. কুবাক্যকে লজ্জার বিপরীত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর কুবাক্যের নিকটবর্তী হচ্ছে অশ্লীল ও নিকৃষ্ট কথা।

৬.৮ রাসূলুল্লাহ সা.-এর লাজুকতা

নবী করীম সা. অতীব লাজুক ছিলেন। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَشَدُّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِيْ وَجْهِهِ.

'রাসূলুল্লাহ সা. পবিত্র পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লাজুক ছিলেন। কোনো বিষয় তাঁর দৃষ্টিতে অপসছদনীয় হলে তাঁর চেহারা দেখেই আমরা তা (তাঁর অসন্তুষ্টি) আঁচ করে নিতাম।'[৫১]

৬.৯ লজ্জাশীলতার ফলাফল

আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নি'আমতরাজি অবলোকন ও নিজের অক্ষমতা ও ত্রুটি সম্পর্কে গভীর চিন্তা হতেই লজ্জা সৃষ্টি হয়। সুতরাং কোনো বান্দা থেকে এই অর্জিত লজ্জা ছিনিয়ে নেয়া হলে তাকে মন্দ কর্ম থেকে বাধা দেওয়ার ও নিকৃষ্ট চরিত্রে ভূষিত হওয়া থেকে বিরত রাখার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে ব্যক্তি যেন ঈমান শূন্য হয়ে যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, اَلْحَيَاءُ حَيَاءَانِ: طَرْفٌ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالآخَرُ عَجْزٌ 'লজ্জা হচ্ছে দুই প্রকার। একটি ঈমানের দিকে এবং অন্যটি অক্ষমতা।' ইমরান বলেন,

أنما يريد به الخلق الذى يحث على فعل الجميل وترك القبيح فأما الضعف والعجز الذى يوجب التقصير فى شيء من حقوق الله أو حقوق عباده، فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة.

'রাসূলের বাণীতে প্রশংসিত লজ্জা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন চরিত্র যা উত্তম কাজ সম্পাদন করতে এবং খারাপ, মন্দ কাজ পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর দুর্বলতা ও অক্ষমতা হচ্ছে যা আল্লাহর হক্ব বা বান্দার হক্ব প্রতিপালনে অনীহা সৃষ্টি করে। এটা লাজুকতা নয়; এটা হচ্ছে দুর্বলতা, অক্ষমতা, লাঞ্ছনা, অপমান।'[৫২]

৬.১০ শার'ঈ জ্ঞানার্জনে লজ্জা পরিহার

ইসলামে পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু দ্বীনী ইলম হাছিলে বা শার'ঈ জ্ঞানার্জনে কিংবা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জানার ক্ষেত্রে লজ্জা করা নিষেধ। বরং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয় জানতে ও আবশ্যকীয় জ্ঞানার্জনে লজ্জা পরিহার করাই শ্রেয়। ছাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে কোনো লজ্জা করতেন না। রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্বীয় জামাতা ও চাচাত ভাই আলী রা. রাসূলুল্লাহ সা.-কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, اَلْمَذِيْ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ 'মযী বের হলে ওযূ করতে হবে এবং মনী বের হলে গোসল করতে হবে।'[৫৩]

অপর একটি হাদীসে এসেছে, উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান নবী করীম সা.-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.! আল্লাহ হক্ব প্রকাশে লজ্জা করেন না। মহিলারা যদি পুরুষের মত স্বপ্নে কিছু দেখে তাহলে কি তাদের গোসল করতে হবে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সে যদি পানি বা সিক্ততা দেখে তাহলে গোসল করবে।'[৫৪]

সুতরাং দ্বীনের ব্যাপারে লজ্জা না করে অজানা বিষয় জেনে নিতে হবে। আল্লাহ বলেন, ﴿إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ 'যদি তোমরা না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর।'[৫৫]

৭. ইসলামের দৃষ্টিতে লজ্জা: নবী জীবনের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ

ইসলাম লজ্জার বিষয়টিকে অতিব গুরুত্ব প্রদান করে। এর মর্যাদা সুউন্নত করেছে। কুরআনুল কারীমে ও সুন্নাতুন্ নাবাবিয়্যাতে লজ্জাশীলদের অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। আল-কুরআন পূর্ণবান ব্যক্তি [আল্লাহ্র নবী শু'আয়ব আ.-এর] এমন দু'কন্যার উচ্চসিত প্রশংসা করেছে। যারা ছিল সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত, পবিত্র, উত্তম চরিত্রে এবং শিষ্টাচারিতায় ভূষিত।[৫৬] যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা আ.-এর মাদায়েনে উপস্থিত হওয়া সম্পর্কে বলেন,

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

'আর যখন সে মাদইয়ানের পানির নিকট উপনীত হলো, তখন সেখানে একদল লোককে পেল, যারা (পশুদের) পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের ছাড়া দু'জন রমণীকে পেল, যারা তাদের পশুগুলোকে আগলে রাখছে। সে বলল, তোমাদের ব্যাপার কী? তারা বলল, আমরা (আমাদের পশুগুলোর) পানি পান করাতে পারি না। যতক্ষণ না রাখালরা

তাদের (পশুগুলো) নিয়ে সরে যায়। আর আমাদের পিতা একজন অতিবৃদ্ধ। তখন মূসা তাদের পক্ষে (পশুগুলোকে) পানি পান করিয়ে দিল। তারপর ছায়ায় ফিরে গেল এবং বলল, হে আমার রব, নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাযিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী। অতঃপর রমণীদ্বয়ের একজন লাজুকভাবে হেঁটে তার কাছে আসল। সে বলল, নিশ্চয় আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যেন তিনি আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে পারেন, আমাদের পশুগুলোকে আপনি যে পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময়ে। অতঃপর যখন মূসা তার নিকট আসল এবং সকল ঘটনা তার কাছে খুলে বলল, তখন সে বলল, 'তুমি ভয় করো না। তুমি যালিম কওম থেকে রেহাই পেয়ে গেছ।'

উল্লিখিত আয়াতগুলো প্রমাণ বহন করে যে, মূসা আ. তাঁর সারা জীবনে উন্নত চরিত্রে ভূষিত ছিলেন। আর তার এ সুন্দর চরিত্র আরও স্পষ্ট হয় তাঁর এবং শু'আয়ব আ.-এর কন্যাদ্বয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে। যেমন তিনি বলেন, 'তোমাদের বিষয়টি কি?' তিনি এর চেয়ে অতিরিক্ত আর কিছুই তাদের নিকট জানতে চাননি। যেমন, তিনি তাদের উভয়ের নাম, তাদের পিতার নাম, সেগুলোর মালিকানা স্বত্ব কি তাদের উভয়ই অথবা তাদের কোনো একজন বিবাহিত কিনা? যেমন, বর্তমানকালের কোনো কোনো লোক এ ধরণের প্রশ্ন করে থাকে এবং এটিকে ভদ্রতা ও সামাজিকতা বলে গণ্য করে থাকে। অনুরূপভাবে শু'আয়ব আ.-এর কন্যাদ্বয়ের বক্তব্যও অনুরূপ ছিল। কেননা, তারা প্রশ্নে হুবহু এবং পূর্ণ জবাব প্রদান করেন অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে এবং কথোপকথোন দীর্ঘায়িত হওয়ার কোনো সুযোগ তারা রাখেনি। যেমন, তারা বলেছিল, لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ 'আমরা (আমাদের পশুগুলোর) পানি পান করাতে পারি না। যতক্ষণ না রাখালরা তাদের (পশুগুলো) নিয়ে সরে যায়। আর আমাদের পিতা একজন অতিবৃদ্ধ।'[৫৭]

তাদের এ বক্তব্যেও তারা কথোপকথন সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজনানুপাতে করেছে। তারা উভয় অথবা কোনো একজন তাঁর নাম, দেশের নাম, তাঁর গত জীবনকাল এবং তিনি বিবাহিত না অবিবাহিত তা জানতে চান নি। এমনিভাবে তাদের একজন যখন তাঁর নিকট এসেছিলেন তখন বললেন, إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا 'নিশ্চয় আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যেন তিনি আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে পারেন।'[৫৮] রমণীটিও তাঁর চাল-চলন ও গতিতে পূর্ণ লজ্জাশীলতার চিত্র প্রকাশ করেন, যার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ 'অতঃপর রমণীদ্বয়ের একজন লাজুকভাবে হেঁটে তার কাছে আসল।'[৫৯] যেন লজ্জায় একটি বিছানা আর তিনি তার ওপর দিয়ে চলছেন। উমার রা. আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন,[৬০] لَيْسَتْ بِسَلْفَعٍ خَرَّاجَةٍ وَلَا جَلَّةٍ. বরং তিনি নিজেকে ঢেকে আসেন। লজ্জায় তার জামার আস্তিন তার মুখমণ্ডলের উপর দিয়ে রাখেন। আর একটি বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি লজ্জিত অবস্থায় তার বস্ত্র মুখমণ্ডলের ওপর টেনে দিয়ে চলতে থাকেন।'

লজ্জার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ইসলামে গুরুত্ব প্রদর্শন করে শরী'আতের উপর শরী'আতের একটি হুক্‌ম নির্ধারণ করেছে। যেমন, উম্মুল মু'মিনীন আইশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কুমারী রমণীর বিবাহের সময় তার পরিবারের লোকজন তার অনুমতি নিবে কি? তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. তাকে বললেন, 'হ্যাঁ তার অনুমতি গ্রহণ করবে।' তখন আইশা রা. বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে বললাম, সে তো লজ্জাবোধ করে।' তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, فَذَلِكَ إِذْنُهَا، إِذَا هِيَ سَكَتَتْ 'সে যদি চুপ থাকে তবে এটাই তার অনুমতি হিসাবে বিবেচিত হবে।'[৬১] ইমাম নাসা'ঈ র. এবং ইমাম আহ্‌মাদ র.-এর বর্ণনায় উল্লিখিত শব্দগুলোর অর্থ হবে মহিলাগণের বিয়ের সময় পরিবারের লোকজন তার অনুমতি গ্রহণ করবে কি? কেননা কুমারী মেয়ে কথাও বলতে লজ্জাবোধ করে। তখন তিনি বললেন, سُكُوتُهَا إِذْنُهَا 'তার চুপ থাকাই তার অনুমতি বলে পরিগণিত হবে।' আর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন, لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ 'কোনো কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিয়ে দেয়া যাবে না।'[৬২] সাইয়্যেবা অকুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না। এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুমারী মেয়েরা অধিক লজ্জাশীলতার কারণে তার চুপ থাকাই অনুমতি বলে গণ্য হবে। আর অকুমারীর ক্ষেত্রে স্পষ্ট অনুমতি অত্যাবশ্যকীয়।

রাসূলুল্লাহ্ সা. লজ্জাকে পূর্ণ বা নেক কর্ম এবং পাপ কর্মের সাজা একটি মানদণ্ড হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সা. নাওয়্যাস ইব্‌ন সাম'আন রা.-কে বলেন, নেক কর্ম হচ্ছে উত্তম চরিত্র আর পাপ কর্ম হচ্ছে এমন বস্তু যা তোমার অন্তরে সন্দেহেরে সৃষ্টি করে এবং তুমি সে বিষয়টি অন্য কারও অবহিত হওয়াকে অপছন্দ কর। রাসূলুল্লাহ্ সা. ওয়াবিসাত ইব্‌ন মা'বাদ রা.-কে বলেন,

الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

'নেক কর্ম হচ্ছে এমন বিষয় বা বস্তু যা তোমার অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে। আর পাপকর্ম হচ্ছে এমন বিষয় যা তোমার আত্মার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করে। এবং তোমার অন্তরে সংশয় জন্মায়। যদিও লোকজন সে বিষয়টি করার জন্য ফাতওয়া দিয়ে থাকে বা অনুমতি দান করে।'[৬৩]

৮. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, যে কাজ করলে জনসমক্ষে মস্তক অবনত হতে পারে ঐ ভয়ে তা পরিহার করা বা তা থেকে বিরত থাকার নাম 'হায়া' বা লজ্জা। লজ্জা নারী পুরুষ নির্বিশেষে আদর্শ মানুষের ভূষণ। তাই এর মাধ্যমে মানুষ উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যার লজ্জা নেই, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এই লজ্জা মানুষকে গর্হিত, অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে পক্ষান্তরে যার লজ্জা নেই, কোন কাজ করতে তার বিবেক বাধা দেয় না। মন যা চায় তাই সে করে যায় দ্বিধাহীনচিত্তে। এ কারণে সমাজে সে হয় নিন্দিত, ঘৃণিত। সুতরাং দ্বীনের উপরে অটল ও অবিচল থেকে ইবাদত-বন্দেগী সহ যাবতীয় আমল সুন্দর ও সুচারু রূপে আদায় করার জন্য লজ্জাশীলতা অতি অত্যবশ্যকীয় বিষয়। এ বিষয়টি মানুষকে যেমন আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে, তেমনি মানুষকে স্বেচ্ছাচারী থেকে নিরন্তর বাধা দেয়।

টীকা ও তর্থনির্দেশ

১ ড. মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল আল-মুকাদ্দাম, *ফিকহুল হায়া* (মাক্কাহ্ আল-মুকাররামাহ্: দারুত্-তাইয়্যেবাহ্, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৭।

২ আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-জুরজানী, *আত্-তা'রীফাত* (কায়রো: ১ম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৯৪।

৩ হুসায়ন ইব্ন রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৪৬।

৪ যায়নুদ্দীন মুহাম্মাদ আল-মাদ'উ, *আত্-তাওকীফু আলা মাহ্মাতিত্-তা'আরীফ* (কায়রো: আলিমুল কুতুব, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১৫০।

৫ *ফিকহুল হায়া*, পৃ. ৮।

৬ ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *মাদারিকুস্-সালিকীন*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২৪৯।

৭ মহীউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আন্-নববী, *রিয়াযুস সালিহীন* (কুয়েত: আল-ইরফান, ২য় প্রকাশ, ১৪১৬হি./১৯৯৬খ্রি.), পৃ. ২৪৬।

৮ সম্পাদিত, *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়াহ*, ১৮শ খণ্ড (কুয়েত: ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া, ২য় প্রকাশ, ১৪১০ হি. /১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ২৪৬।

৯ Thomas patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (New Delhi: Rupa & Co., Fourth Imperession, 1999), p. 169.

১০ *মাদারিকুস্-সালিকীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮।

১১ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (রিয়াদ : দারুস্-সালাম, ২য় সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি.), বাবুল হায়া, হাদীস নং-৬১১৭; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম* (বৈরূত: দারু ইব্ন হায্ম, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), বাবু শু'আবিল ঈমান, হাদীস নং (৩৭) ৬০।

১২ ইব্ন রজব, *জামি'উল উলূম ওয়াল হিকাম*, তাহকীক: শু'আইব আল-আরনাউত ও ইবরাহীম বাজিস, ১ম খণ্ড (সঊদী আরব: দারাতুল মালিক আব্দুল আযীয, ৯ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি. / ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৫০১।

১৩ পূর্বোক্ত।

১৪ ড. মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল আল-মুকাদ্দাম, *ফিকহুল হায়া*, পৃ. ২০-২১।

১৫ আহমাদ শু'আইব আন্-নাসা'ঈ, *সুনানুন্-নাসাঈ* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্ন হাজার, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), বাবু যিক্রু শু'আবিল ঈমান, হাদীস নং-৫০০৬।

১৬ *সহীহুল বুখারী*, বাবুল হায়া মিনাল ঈমান, হাদীস নং ২৩, বাবুল হায়া, হাদীস নং-৫৬৫৩।

১৭ আল-মুবারক ইব্ন মুহাম্মাদ ইবনুল আসীর, *আন্-নিহায়াহ্ ফী গারীবিল-হাদীস ওয়াল আছার*, তাহকীক: তাহির আহমাদ আয্-যাভী ও মাহমূদ মুহাম্মাদ আত্-তানাহী, ১ম খণ্ড (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ৪৭০।

১৮ মহীউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আন্-নববী, *আল-মিনহায়ু শারহু সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ইয়াহ্ইয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২ হি.), পৃ. ৫।

১৯ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস্-সিজিস্তানী, *সুনানু আবী দা'উদ* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্ন হাজার, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), বাবুদ্ দু'আ, হাদীস নং ১২৭৩; মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত্-তিরমিযী, *জামি'উত্-তিরমিযী* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্ন হাজার, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), বাবু ফী দা'আইন্-নাবিয়্যে, হাদীস নং-৩৪৭৯।

২০ *সহীহুল বুখারী*, বাবু হাদীসুল গার, হাদীস নং ৩২২৪; বাবু ইযা লাম তাস্তাহী ফাসনা' মা শি'তা, হাদীস নং ৫৬৫৫; মুহাম্মদ ইব্ন মাজাহ, *সুনানু ইব্ন মাজাহ* (দিমাশক: মাকতাবাতু ইব্ন হাজার, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৪ খ্রি.), বাবু হায়া, হাদীস নং-৪১৭৩।

২১ *সহীহুল বুখারী*, বাবুল হায়া, হাদীস নং-৫৬৫৪।

২২ *সহীহ মুসলিম*, বায়ানু আদাদুন শু'আবুল ঈমান ওয়া আফযালুহা, হাদীস নং-৫১।

২৩ *জামি'উত্-তিরমিযী*, কিতাবুল ফিল-বিররি ওয়াস-সিলাতি, হাদীস নং-১৯৭৪; *সুনানু ইব্ন মাজাহ্*, হাদীস নং-৪১৮৫।

২৪ *সহীহুল বুখারী*, বাবুল হায়া, হাদীস নং ৬১১৭; *সহীহ মুসলিম*, বাবু শু'আবিল ঈমান, হাদীস নং (৩৭) ৬০।

২৫ সূরা আল-মু'মিনূন, ২৩ : ৫।

[২৬] সূরাহ্ আন্-নূর, ২৪ : ৩০।

[২৭] পূর্বোক্ত, ২৪ : ৩১।

[২৮] সূরাহ্ আল-আন'আম, ৬ : ১৫১।

[২৯] *সহীহ মুসলিম*, বাবু শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ৬০ (৩৭); *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবুল হায়া, হাদীস নং ৬১১৭; *সুনানু আবী দাউদ*, হাদীস নং ৪৭৯৬; আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদু আহমাদ*, তাহকীক: শু'আয়ব আল-আরনূত ও অন্যান্য, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.), হাদীস নং ১৯৮৩০, পৃ. ৪২৭।

[৩০] আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, তাহকীক: ড. আব্দুল আলী আব্দিল হামিদ (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), হাদীস নং-৭৩০৫।

[৩১] *ফিকহুল হায়া*, পৃ. ৩০-৩১; *মিফতাহু দারিস সা'আদাহ্*, পৃ. ২৭৭।

[৩২] মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন্-নায়সাপূরী, *আল-মুসতাদরাকু আলাস্ সহীহায়ন* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি.), হাদীস নং-৫৮, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২।

[৩৩] শু'*আবুল ঈমান*, হাদীস নং-৭৭২৫।

[৩৪] *ফিকহুল হায়া*, পৃ. ৩৩।

[৩৫] শু'*আবুল ঈমান*, হাদীস নং-১৩২০।

[৩৬] *পূর্বোক্ত*, হাদীস নং-৫৭৯১।

[৩৭] *সহীহুল বুখারী*, বাবুল হায়া, হাদীস নং ২৪; *সুনানু অবূ দাউদ*, বাবু ফিল-হায়া, হাদীস নং-৪৭৯৫; *জামি'উত্-তরমিযী*, বাবু মাজাআ আন্নাল হায়া মিনিল ঈমান, হাদীস নং-২৬১৫।

[৩৮] *জামি'উত্-তরমিযী*, বাবু মাজাআ ফিল-ই'ঈ, হাদীস নং-২০২৭; *আল-মুসতাদরাক আলাস্ সহীহায়ন*, হাদীস নং-১৭; *মিশকাতুল মাসাবীহ*, হাদীস নং-৪৭৯৬।

[৩৯] *সুনানু ইবন মাজাহ*, বাবুল হায়া, হাদীস নং-৪১১৮; শু'*আবুল ঈমান*, হাদীস নং ৭৩১৮; *সহীহ আত-তারগীব*, হাদীস নং-২৬৩২; *মিশকাতুল মাসাবীহ*, হাদীস নং-৫০৯০।

[৪০] *সহীহুল বুখারী*, বাবুল হায়া, হাদীস নং-৬১১৭; *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং-৬০ (৩৭); শু'*আবুল ঈমান*, হাদীস নং-৭৩০৪; *মিশকাতুল মাসাবীহ*, হাদীস নং-৫০৭১।

[৪১] *সহীহ আত-তারগীব হাদীস*, নং-২৬৩১; শু'*আবুল ঈমান*, হাদীস নং-৭৩২৬; ৮০৬০; সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আত্-তাবারানী, *আল-মু'জামুস সগীর*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৪।

[৪২] *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৯।

[৪৩] *সহীহুল বুখারী*, বাবু হাদীছিল গারি, হাদীস নং-৩৪৮৩-৩৪৮৪; বাবু ইযা লাম তাসতাহঈ ফাসনা' মা শীইতা, হাদীস নং-৬১২০; *সুনান আবী দাউদ*, বাবুল হায়া, হাদীস নং ৪৭৯৭; *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, বাবুল হায়া, হাদীস নং ৪১৮৩; *মিশকাতুল মাসাবীহ*, হাদীস নং-৫০৭৩; সুলায়মান ইব্ন আহমাদ আত্-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবরী*, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতু ইব্ন তায়মিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), হাদীস নং ৬৫১-৬৬১; শু'*আবুল ঈমান*, হাদীস নং-৭৩৩৮।

[৪৪] সূরাহ্ ফুস্‌সিলাত, ৪১ : ৪০।

[৪৫] সূরাহ্ আয-যুমার, ৩৯ : ১৫।

[৪৬] *জামি'উল উলূম ওয়াল হিকাম*, খ. ১, পৃ. ৪৯৭, ৫০৩।

[৪৭] *সহীহ আত-তারগীব*, হাদীস নং-২৬৩০; শু'*আবুল ঈমান*, হাদীস নং ৭৩১৩; *আল-মু'জামুল কাবরী*, ১৯শ খণ্ড, হাদীস নং-৬৩, পৃ. ২৯।

[৪৮] *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবু মাজাআ ফী সিফাতি আওয়ানীল হাওযি, হাদীস নং ২৪৫৮; শু'*আবুল ঈমান*, হাদীস নং-১০০৭৭।

[৪৯] মুহাম্মদ ইসমা'ঈল আল-বুখারী. *সহীহুল আদাবুল মুফরাদ*, তাহকীক: মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (দারুস্ সাদীক, ৪র্থ খণ্ড, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি.), হাদীস নং-৫৮৪, পৃ. ২১৯।

[৫০] *জামি'উত্-তিরমিযী*, বাবু মাজা'আ ফিল হায়া, হাদীস নং ২০০৯; *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, বাবুল হায়া, হাদীস নং-৪১৮৪; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং ১০৫১২, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০১; *আল-মুসতাদরাক আলাস্ সহীহায়ন*, হাদীস নং-১৭১; শু'*আবুল ঈমান*, হাদীস নং-৭৩০৮; মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান, *সহীহ ইব্ন হিব্বান*, তাহকীক: শু'আয়ব আল-আরনূত, ২য় খণ্ড (বৈরূত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), বাবু যিকরুল আখবারি আম্মা ইয়াজিবু আলল মারই মিন লুযূমিল হায়া ..., হাদীস নং-৬০৮-৬০৯, পৃ. ৩৭২-৩৭৪; *সহীহ আত-তারগীব*, হাদীস নং ২৬২৮; *মিশকাতুল মাসাবীহ*, হাদীস নং-৫০৭৬।

[৫১] *সহীহুল বুখারী*, বাবু মান লাম ইউজাহিন্ নাসা বিল-ইতাবি, হাদীস নং-৬১০২, বাবুল হায়া, ৬১১৯; *সহীহ মুসলিম*, বাবু কাছরাতি হায়াইহি সা., হাদীস নং ২৩২০ (৬৭); *সহীহ ইব্ন হিব্বান*, বাবু যিকরুল খাবারিল মুদহিদ কাওলা মান যা'আমা..., হাদীস নং ৬৩০৮; *আল-মু'জামুল কাবীর*, হাদীস নং ৫০৪; শু'*আবুল ঈমান*, হাদীস নং-৭৩৩৫।

[৫২] *জামি'উল উলূম ওয়াল হিকাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০২।

[৫৩] *জামি'উত্-তিরমিযী*, হাদীস নং ১১৪।

[৫৪] পূর্বোক্ত, হাদীস নং-১২২।

[৫৫] সূরা আন্-নাহল, ১৬ : ৪৩; সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৭।

[৫৬] *ফিকহুল হায়া*, ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ অনূদিত, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ২০-২১।

[৫৭] সূরা আল-কাসাস, ২৮ : ২৩।

[৫৮] পূর্বোক্ত, ২৮ : ২৫।

[৫৯] পূর্বোক্ত, ২৮ : ২৫।

[৬০] ইব্ন কাছীর, *তাফসীরু কুরআনিল আযীম*, তাহকীক: সামী ইব্ন মুহাম্মাদ সালামাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড (দারুত্ তাইয়্যেবাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি./ ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ২২৮।

[৬১] *সহীহুল বুখারী*, বাবু লা ইউনকিহুল আবু ওয়া গায়রুহু বিকরা ওয়াছ-ছাইয়্যেবা ইল্লা বিরিযাহা, হাদীস নং-৫১৩৭; *সহীহ মুসলিম*, বাবু ইস্তি'যানিছ্ ছাইয়্যেবি ফিন্-নিকাহি বিন্-নুতকি, ওয়াল বিকরি বিস্সুকূতি, হাদীস নং ১৪২০; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং-২৫৩২৪।

[৬২] *সহীহুল বুখারী*, বাবু লা ইউনকিহুল আবু ওয়া গায়রুহু বিকরা ওয়াছ-ছাইয়্যেবা ইল্লা বিরিযাহা, হাদীস নং-৫১৩৬; *সহীহ মুসলিম*, বাবু ইস্তি'যানিছ্ ছাইয়্যেবি ফিন্-নিকাহি বিন্-নুতকি, ওয়াল বিকরি বিস্সুকূতি, হাদীস নং-১৪১৭; *জামি'উত্-তিরযিমী*, বাবু মাজা'আ ফি ইসতি'মারিল বিকরি ওয়াছ্-ছায়্যিবি, হাদীস নং-১১০৭; *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং-৯৬০৫।

[৬৩] *মুসনাদু আহমাদ*, হাদীস নং-১৮০০৬, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৮।